শরীয়তপুর পৌরবাসীর প্রতিশ্রুতি ৭৫ ভাগ বাস্তবায়ন করেছি -মেয়র রফিকুল ইসলাম

শরীয়তপুর পৌরসবার যাত্রী শুরু ১৯৮৫ সালে। ৩৪ বছরের পুরনো এ পৌরসভার আয়তন ২৪.৭৫ বর্গকিলোমিটার। ৯টি ওয়ার্ডে মোট জনসংখ্যা ৫৫হাজার ৫শত ৩৫। জন। ১৯৯৬ সালে দ্বিতীয ও ২০০৫ সালে প্রথম শ্রেনীতে উন্নীত করা হয় শরীয়তপুর পৌরসভা। ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্ব সর্বশেষ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের প্রার্থী হিসাবে নৌকা মার্কা প্রতীক নিয়ে মেয়র পদে নির্বাচিত হয় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ পৌর মিনি সুপার এসোসিয়েশনের সাধারন সম্পাদক রফিকুল ইসলাম কোতোয়াল। বিশুদ্ধ পানি, অপ্রশস্ত ও ভাংগাা রাস্তা-ঘাট, জলাবদ্ধতা, অপর্যাপ্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা, যাত্রী ছাউনি সমস্যা, ডাষ্টবিন সংকট, গনশৌচাগার সংকট, চিত্তবিনোদন, শিশুপার্ক সহ অনেক সমস্যা এখনও রয়েগেছে।

মেয়র রফিকুল ইসলাম কোতোয়াল বলেন, নির্বাচনে জনগনকে দেয়া প্রতিশ্রুতি মধ্যে পৌর কবরস্থান ছাড়া প্রায় ৭৫ ভাগ বাস্তবায়ন করেছি। বাকীটা মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই করবো বলে আশা করছেন তিনি। এমজিএসপি প্রকল্পের মাধ্যামে মন্ত্রনালয় ২৫ কোটি দিতে চেয়েছিল কিন্তু জমি না থাকার কারনে আমরা উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারিনি। অতি সম্প্রতি নতুনবার্তা২৪ডটকমের মুখোমুখি হন আওয়ামীলীগ থেকে মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচিত হওয়া এই মেয়র।

তিনি বলেন, আমার নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি গুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার ছিল রাস্তা ঘাট উন্নয়ন, জলাবদ্ধা নিরসন। এ প্রতিশ্রুতি বাস্তাবায়ন করতে পেরেছি। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ময়লা আবর্জনা পরিস্কারের কাজ সন্তোষজনক না। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যে সব কাজ করতে পারেনি। সে সব কাজ আগামী নির্বাচনের আগেই শেষ করবো। পৌরসভায় বিভিন্ন কাজে ঘুষ-দুনীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে মেয়র বলেন আমি নিজে ঘুষ ও দুনীতির সঙ্গে জড়িত নই। আমার পৌরসভার কেউ ঘুষ-দুনীতির সঙ্গে জড়িত নয়। এ ধরনের অভিযোগ আসলে আমি তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেব। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আমি মনে করি মোটামুটি সফল, আর মানুষের সফলতা ব্যার্থতা নিয়েই মানুষ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার ব্যর্থতা থাকতেই পারে।খাল দখল ও খাস জমি দখল